গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

নথি নং- ২(২৮)শুল্ক: রপ্তানি ও বন্ড/২০০৭(অংশ-১)/৫৯৮(২) তারিখ ঃ ২৫/১০/২০১০

বিষয়: **৩১/০৮/২০১০ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী**।

৩১/০৮/২০১০ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় (উপস্থিত তালিকা-পরিশিষ্ট-ক)।

০২। আলোচনার বিষয়, সারবস্তু ও সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

ক. বিষয়: কোন পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে ২০২ ধারা জারী/BIN Lock করা হলে গ্রুপভিত্তিক সহযোগী অন্য প্রতিষ্ঠানের (লিমিটেড কোম্পানী) কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া:

আলোচনা: বিজিএমইএ এর প্রতিনিধিবর্গ বলেন যে, কোন প্রতিষ্ঠানের নামে ২০২ ধারা জারী / BIN Lock হলে গ্রুপ ভিত্তিক তাদের অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। তাঁরা গ্রুপ ভিত্তিক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের একটি ইউনিটের কোন কার্যক্রমে বিলম্ব অথবা কোন প্রকার ভুলত্রুটির কারণে সহযোগী অন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করার পূর্বে অন্তত: এক মাস সময় প্রদানপূর্বক বিজিএমইএ কে অবহিত করার প্রস্তাব করেন। সরকারী পাওনা আদায় কার্যক্রমে তারা সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধি বলেন যে, কোনও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ২০২ ধারা জারীর আগে একাধিক নোটিশ প্রদান করা হয়। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পর্কিত অপরাপর প্রতিষ্ঠানের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার বিধান দি কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর ধারা ২০২(১)(খ) এ বর্ণিত রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, আইনী বিধান প্রয়োগ করার বিষয়টি কমিশনার (বন্ড) এর এখতিয়ারাধীন। তবে এক্ষেত্রে সহযোগী প্রতিষ্ঠানের উপর ২০২ ধারা জারীর পূর্বে ইস্যুকৃত নোটিশসমূহের কপি বিজিএমইএকে দেয়া হলে তারা সরকারী পাওনা আদায়ে সহযোগী ভূমিকা পালন করতে পারে।

সিদ্ধান্ত: বন্ড কমিশনারেট উক্তরূপ ২০২ ধারা জারীর পূর্বে ইস্যুকৃত নোটিশসমূহ বিজিএমইএ এর অবগতি ও পাওনা আদায়ে সহযোগিতার জন্য পৃষ্ঠাংকন করবে।

খ. বিষয়: জরুরী প্রয়োজনে আমদানিকৃত মালামাল খালাসে প্রত্যয়নপত্র জারী:

আলোচনা: বর্তমানে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বন্ড কমিশনারেট থেকে পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জরুরী প্রয়োজনে প্রত্যয়নপত্র জারী করা হচ্ছে না জানিয়ে বিজিএমইএ প্রতিনিধিবৃন্দ প্রত্যয়নপত্র ইস্যুসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয়ে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়কে ক্ষমতায়নের প্রয়োজনীয় আদেশ জারীর অনুরোধ করেন।

বন্ড কমিশনারেটের প্রতিনিধি বলেন যে, যে সব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির কারণে বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়াধীন থাকে সে সব ক্ষেত্রে প্রত্যয়নপত্র ইস্যুতে বন্ড কমিশনারেটের আপত্তি রয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স নবায়ন ও অডিট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকাকালীন সময়ে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সচল রাখার স্বার্থে পণ্য খালাসের লক্ষ্যে বন্ড কমিশনারেট কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর রেওয়াজ রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অডিট কার্যক্রমের জন্য দলিলাদি দাখিল না করা তথা প্রতিষ্ঠানের বন্ডিং কার্যক্রমে গাফিলতি থাকার প্রেক্ষাপটে প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে আপত্তি থাকা যৌক্তিক হিসেবে বিবেচ্য। প্রত্যয়নপত্র ইস্যুসহ প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক গ্রহণের লক্ষ্যে ক্ষমতা ডেলিগেট করার প্রস্তাবটি গ্রহণ করা যায়।

সিদ্ধান্ত: (i) বন্ড লাইসেন্স নবায়ন প্রক্রিয়াধীন, অডিট কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন থাকাকালীন ইত্যাদি যৌক্তিক কারণে (প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের গাফিলতি, অসহযোগিতা ইত্যাদির সুস্পষ্ট কারণ ব্যতীত) প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর ব্যবস্থা বহাল থাকবে।

(ii) প্রত্যয়নপত্র ইস্যুসহ যে সব কার্যক্রমের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়ের অতিরিক্ত কমিশনার বরাবরে ক্ষমতা ডেলিগেট করা যায় সে সব বিষয়াদি চিহ্নিত করে কমিশনার বন্ড, অতিরিক্ত কমিশনার (বন্ড) চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়কে ক্ষমতায়ন করবেন।

গ. বিষয়: সহযোগী প্রতিষ্ঠানের অডিট হালনাগাদ না থাকায় গ্রুপভিত্তিক অন্য প্রতিষ্ঠানের বন্ড লাইসেন্স জারী না করা এবং বিভিন্ন কাজের সাথে অডিটকে সম্পৃক্ত করা:

আলোচনা: বন্ড সম্পর্কিত অন্যান অনুমোদন প্রক্রিয়ার সাথে অডিট সম্পন্নকৃত থাকার শর্তারোপ করা হচ্ছে জানিয়ে বিজিএমইএ প্রতিনিধিবৃন্দ উক্তরূপ শর্ত আরোপ না করার অনুরোধ জানান।

বন্ড কমিশনারেট ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ বলেন যে, বন্ড কমিশনারেটের মূল কর্মকান্ড অডিট ভিত্তিক বিধায় অডিটের হালানাগাদ অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে বন্ড কমিশনারেট প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সভাপতি মহোদয় বলেন যে, এসব খুটিনাটি বিষয়গুলো সরাসরি নীতিগত সিদ্ধান্তের বিষয় নয় বিধায় বিজিএমইএ ও বন্ড কমিশনারেটের মধ্যে নিয়মিত ভিত্তিতে সভার মাধ্যমে মীমাংসা হতে পারে।

সিদ্ধান্তঃ বন্ড কমিশনারেট নিয়মিত ভিত্তিতে বিজিএমইএ এর সাথে সভা অনুষ্ঠান করবে। বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ এজেন্ডাসহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধণ করবে।

ঘ. বিষয়: মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ প্রতিপালন সম্পর্কিত:

আলোচনা: বিজিএমইএ এর প্রতিনিধিগণ মেসার্স হাসিব এ্যাপারেলস (প্রা:) লিমিটেড এর বন্ড লাইসেন্স স্থগিতাদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্ট রিট পিটিশন নং-৮০১৫/২০০৬ তারিখ ৩০.০৫.২০০৭ এর নির্দেশনার আলোকে প্রতিষ্ঠানটির চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষমান ১৯৪৭৯ গজ কাপড় খালাসের জন্য প্রত্যয়নপত্র জারীর অনুরোধ করেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, বিজিএমইএ চট্টগ্রামের আবেদন ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে।

সিদ্ধান্তঃ উক্তরূপ প্রত্যয়নপত্র প্রদানে আইনগত বাধা না থাকলে প্রত্যয়নপত্র ইস্যুর জন্য বন্ড কমিশনারেটকে নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত হয়।

ঙ. বাণিজ্যিকভাবে ফ্লোর স্পেস ইজারা গ্রহণের বিপরীতে আরোপিত ১৫% মূসক প্রত্যাহার।

সিদ্ধান্তঃ বিষয়টি ভিন্ন ফোরামে বর্তমানে সিদ্ধান্তের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে বিধায় বিচ্ছিন্ন আলোচনা থেকে বাদ দেয়া হয়।

চ. বিষয়: কনটেইনার স্ক্যানিং চার্জ হ্রাসকরণ:

আলোচনা: FCL কন্টেইনার প্রতি ৫.০০ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ২.০০ মার্কিন ডলার এবং LCL কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ২.৫০ মার্কিন ডলারের পরিবর্তে ১.০০ মার্কিন ডলার আদায় করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী করার জন্য প্রস্তাব করে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের দ্বিতীয় সচিব, শুল্ক নীতি ও বাজেট বলেন যে, এ বিষয়ে কাস্টম হাউস (আমদানি), চট্টগ্রাম এর মতামত পাওয়া গিয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে স্থাপিত কন্টেইনার স্ক্যানারগুলো অত্যন্ত মূল্যবান তাই তাদের রক্ষণাবেক্ষণ খরচও বেশী। এই কারণে বিজিএমইএ এর প্রস্তাব এবং কাস্টম হাউস (আমদানি), চট্টগ্রাম এর মতামত পর্যালোচনা করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে শীঘ্রই নতুন কন্টেইনার স্ক্যানিং চার্জ আদায় বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ হ্রাসকৃত কন্টেইনার স্ক্যানিং চার্জ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে আগামী দু' সপ্তাহের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাস্টম হাউস (আমদানি), চট্টগ্রাম -কে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রদান করবে।

ছ. বিষয়: এক্সেসরিজ এর ওয়েস্টেজ ৫% এ নির্ধারণ:

আলোচনা: এক্সেসরিজ এর ওয়েস্টেজ নির্ধারণ বিষয়ক গঠিত কমিটির সুপারিশ বিবেচনায় নিয়ে এক্সেসরিজ এর ওয়েস্টেজ ৫% নির্ধারণ করার পক্ষে বিজিএমইএ প্রস্তাব করেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, এক্সেসজি এর ওয়েস্টেজ নির্ধারণ একটি টেকনিক্যাল বিষয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের গঠিত কমিটিতে ওয়েস্টেজ এর বিষয়ে করা সুপারিশে টেকনিক্যাল পর্যবেক্ষন না থাকায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সভায় তা নাকচ হয়ে যায়। বোর্ডের পক্ষ থেকে বিষয়টির টেকনিক্যালিটি বিবেচনায় নিয়ে গার্মেন্টস এক্সেসরিজ এর ওয়েস্টেজ নির্ধারণে সুপারিশ গঠনের জন্য BUET এর BRTC কে দায়িত্ব প্রদান ও এর ব্যয়ভার BGMEA কে বহন করার প্রস্তাব করা হয়। বিজিএমইএ এর সভাপতি বলেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড উদ্যোগ নিলে এ বিষয়ে যাবতীয় ফি BGMEA বহন করবে।

সিদ্ধান্ত: গার্মেন্টস এর এক্সেসরিজ এর ওয়েস্টেজ শতকরা কতভাগ হবে সে বিষয়ে টেকনিক্যাল সুপারিশ প্রদানের জন্য বুয়েটের BRTC কে দায়িত্ব দেওয়া হবে। বয়েটের BRTC এর সুপারিশের ভিত্তিতে এর ওয়েস্টেজ নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। এ বিষয়ে যাবতীয় ব্যয়ভার/ফি বিজিএমইএ বুয়েটকে প্রদান করবে।

জ. বিষয়:৩% শর্ট শিপমেন্ট বাস্তবায়নের ব্যাপারে এসআরও জারী:

আলোচনা: বিজিএমইএ এর প্রতিনিধি বলেন, ৩% শর্ট শিপমেন্ট প্রয়োগের জন্য এসআরও জারী আবশ্যক। এসআরও জারী করে ৩% শর্ট শিপমেন্টের বিধান করার জন্য বিজিএমইএ প্রস্তাব করেন।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতিনিধিগণ বলেন যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে ০৮/০২/২০১০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় ৩% শর্ট শিপমেন্ট ক্ষেত্র বিশেষে হতে পারে কিন্তু সাধারণ নিয়ম হিসেবে প্রজ্ঞাপন কারী করা হলে তার অপব্যবহারের আশঙ্কা থাকবে বলে এ ধরনের প্রজ্ঞাপন জারী করা সমীচীন হবে না মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: ৩% শর্ট শিপমেন্ট বাস্তবায়নের ব্যাপারে এসআরও জারী না করার বোর্ড সভার ০৮/০২/২০১০ তারিখের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৯.১০.২০১০
(ড. নাসিরউদ্দীন আহমেদ)
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।